দৈনিক

16 MAY 2017

ঢাবি সিনেট নির্বাচনে নীল দলের দুই প্যানেল মুখোমুখি

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল দুটি প্যানেল জমা দিয়েছেন। এ নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান করছেন তারা। একটি প্যানেল বলছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সমঝোতার কথা বলা হচ্ছে। তবে অন্য প্যানেল সমঝোতার বিষয়ে অবগত নন বলে উল্লেখ করেছেন। আগামী ২২ মে সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গত বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে নীলদলের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাজমা শাহীন একটি প্যানেল জমা দেন। আরেকটি প্যানেল জমা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে। দুই পক্ষই আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের ব্যানারে রাজনীতি করছে।

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, ব্যবস্থার আশ্বাস নির্বাচন কমিশনারের

জানা যায়, গত ৭ মে প্রার্থিতা নিয়ে একটি বৈঠকে হট্টগোল হয়। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে শিক্ষকদের বড় একটি অংশ ওয়াক আউট করে বৈঠকস্থল ত্যাগ করেন। পরে গত বুধবার প্যানেল নিয়ে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৪০ জনের একটি খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়। এর মধ্যে তিনজন শিক্ষক নিজেদের নির্বাচন থেকে সরিয়ে নেন। বাকি ৩৭ জনের মধ্য থেকে প্রথম সারির ৩৫জন নির্বাচন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

এ বিষয়ে নীল দলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বৃহস্পতিবার নাম জমা দেওয়ার আগে প্রার্থীদের তালিকা আমরা দেখতে চাইলে সেটা দেখান হয়নি। নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাজমা শাহীন সিলগালা করে নিয়ে আসেন। সন্দেহ হওয়ায় ৩৬ জন শিক্ষকের নাম দিয়ে আরেকটি প্যানেল জমা দেওয়া হয়।

তিনি জানান, তাদের মধ্যে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মাকসুদ কামাল, নীল দলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক জিনাত হুদা, অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী রয়েছেন।

এ বিষয়ে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাজমা শাহীনের প্যানেলের প্রার্থী টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক আবু মো. শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, নীল দলের আহ্বায়ক আমাদের নমিনেশন দিয়েছেন। নীল দল আমরা নির্বাচন করছি, অন্যরা স্বতন্ত্র। তারা নির্বাচন থেকে সরে গেলে সমঝোতা হতে পারে।

এদিকে, নীল দলের অপর প্যানেলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছে নীল দলের আহবায়ক প্যানেলের শিক্ষকরা। রবিবার নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের নেতৃত্বে ৩৫ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল বরাবর জমা দেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, নীল দলের প্রার্থী ছাড়া অন্য প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নীলকাগজ ব্যবহার করতে পারবে না। দীর্ঘদিন নীল দলের নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড প্রচার-প্রচারণায় নীল কাগজ ব্যবহার করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আসন্ন সিনেট নির্বাচনেও নীল কাগজ তাদের প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু কতিপয় শিক্ষক এ নির্বাচনে স্বঘোষিত প্রার্থী হিসেবে নিজেদের প্রচার-প্রচারণায় নীলকাগজ ব্যবহার করে আমাদের ঐতিহ্যগত গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। এতে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে যা আমাদের নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

তবে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন দাবি করে নীল দলের অপর প্যানেলের প্রার্থী অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, নীল দল কোনোভাবে নিবন্ধিত না।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।